টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

জায়গা বিক্রয়

জিয়াগঞ্জে মিশনারী হসপিটালের নিকটে ১২ কাঠা এবং সাগরদীঘি নূতনপাড়া (হাসপাতালের পার্শ্বে) তিন কাঠা জায়গা সুলভে বিক্রয় করা হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—শ্রীসুকুমার বণিক
পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

৫৯শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১৯শে জুলাই, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

রাজ্যে সি, আর, পি, মিলিটারি ও গোয়েন্দা-বাহিনী কি সুস্থ জীবনযাত্রার সুযোগ দিতে পারেন না ?

সারা দেশের কথা বলিতেছি না, জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের হালফিল কালের অবস্থা দেখিয়া উপরিলিখিত কথাগুলি জনগণের মনে আসে। এখানে বিভিন্ন স্থানে বন্দুক, পাইপগান, ছোরা, ভোজালি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতি, রাহাজানি, পথচড়াও এর ঘটনা প্রায়শঃ ঘটিতেছে। কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র পাইবার সূত্র কী তাহা সরকার তল্লাসী চালাইয়া দেখুন এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করুন—ইহা এতদঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের কাতর আবেদন। হইতে পারে যে, বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চল এই মহকুমায় নানা-স্থানে পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্রসহ বহু সমাজবিরোধী গোপন আড্ডা গাড়িয়াছে এবং এখানকার সমাজবিরোধীদের সহিত অপকর্ম্মগুলি চালাইতেছে। কিন্তু কতদিন তাহা চলিবে? গোয়েন্দা বিভাগ কি বর্ত্তমানে এতই পঙ্গু যে, এই সব 'পয়েন্ট লোকেট' করিতে পারেন না? কিন্তু কে কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কে কতটা কাজ শাসকদলের বিরুদ্ধে করিয়া চলিতেছে তাহার সম্পর্কে তৎপরতার অভাব নাই। শান্তি-শৃঙ্খলা জনজীবনে যদি না থাকে তবে সুস্থ জীবনযাত্রা থাকিবে না। ফলে সারা রাজ্যব্যাপী চরম নৈরাজ্যের দিন আগাইয়া আসিবে। রাজ্য পুলিশবাহিনীর অক্ষমতা, অপারগতা প্রভৃতি থাকিলে সি, আর, পি বা মিলিটারি দিয়া সন্দেহজনক স্থানগুলিতে হানা দিলে সুফল নিশ্চয়ই ফলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবার লক্ষণ কোথায়? জন-সাধারণ যদি ভাবেন যে, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সি, আর, পি, মিলিটারি নয়, ভোট-পর্ব্বের জন্য, তবে এমত উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁহাদের এই মনোভাবে দোষ দেওয়া যায় না।

ভাগীরথীবক্ষে এশিয়ার বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

মুর্শিদাবাদ জেলায় অনুষ্ঠিত ভাগীরথীবক্ষে ৭২ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা ভারতবর্ষের খেলাধূলার জগতে এক যুগান্তকারী অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা পরিচালিত এই প্রতিযোগিতা ২৭শে আগষ্ট রবিবার, ১৯৭২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে উক্ত অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকুমারজ্যোতি সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ, শিক্ষা-সচিব শ্রীদিলীপকুমার গুহ ও বেঙ্গল এরিয়ার জি, ও, সি মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক শক্তিশালী সংগঠন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সাঁতারুদের এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার সম্মতি দিয়েছেন। শ্রীযুক্তা মায়া রায় এম, পি, ও নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি জেনারাল পি, পি, কুমারমঙ্গলমকে পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবারে ৭২ কি. মি.তে ২০ জন প্রতিযোগী ও ১৯ কি মিতে ৩০ জন প্রতিযোগীর যোগদান সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ৭ই আগষ্ট সোমবার যোগদানের শেষ দিন ধার্য্য করা হয়েছে। প্রতিযোগীদের সুবিধার্থে ৭২ কি.মি. নদীপথ সমীক্ষা করা হচ্ছে এবং ৮ কি মি. অন্তর দূরত্ব বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেখানো হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগী ও তার জীবন-রক্ষীদের জন্য ২৬শে আগষ্ট জঙ্গিপুর ও জিয়াগঞ্জে শিবির খোলা হবে এবং তাদের আতিথেয়তার সকল দায়িত্ব ও ব্যয়ভার সংস্থার পক্ষ হতে নেওয়া হবে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ ইহাই কি অপরাধ ? ॥

পঃ বঃ রাজ্য সরকার এই রাজ্যের আর্থিক তথা বৈষয়িক উন্নয়ন ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা পর্ষৎ গঠন করিয়াছেন। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন যাহাতে হয়, পর্ষৎ গঠনের এইটুকুই উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা মনে করিব। এই পর্ষৎ নাকি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াও তৈয়ারী করিবে বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার এখনও অনেক দেরী ; আগামী ১৯৭৪ সালের ১লা এপ্রিলের আগে নয়। এতদিন তবে কি উন্নয়নমূলক কাজ কিছু হইবে না? তাহাই বা হইবে কি করিয়া? কারণ কিছুদিন আগে রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী চৌদ্দ শত কোটি টাকা ধাক্কার একটি উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলিয়াছিলেন। এই কর্ম্মসূচী চতুর্থ যোজনার আওতার অন্তর্ভুক্ত নহে। না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হইলে কিছু হতভাগ্য বাঙ্গালী বেকার যুবক সুন্দর সূর্যোদয় দেখিতে পাইতেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার স্পষ্ট ও সুষ্ঠু ধারণা আজ পর্যন্ত রাজ্যবাসী পান নাই। তাহার বাস্তব রূপটি কেমন হইবে তাহার সম্পর্কে এখনও অনিশ্চয় ভাব দেখা যাইতেছে। তাই বেকার বাঙ্গালী যুবকেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

ভাবিয়াছিলাম, এই রাজ্যের বেকারসমস্যা সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব না। কারণ আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় বেকারত্ব লইয়া নানা আলোচনা করা হইয়াছে। যে 'রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ,' সেখানে কিছুই আশা করিবার নাই তাহা আজিকার যুবসমাজকে বোধ হয়, বুঝাইয়া দিতে হইবে না। নহিলে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এমন ব্যবস্থায় হাত দিতেন যাহাতে বাঙ্গালী বেকার যুবকদের সদ্ভা[illegible]ই মুষ্টি সংগ্রহের উপায় থাকিত। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইয়াছে না হইতেছে ? বাংলার অঞ্চলবিশেষে বাঙ্গালীর স্থান নাই ; কলকারখানায় বাঙ্গালী কর্মী নগণ্য সংখ্যক। নূতন নিয়োগের ব্যাপারে বাঙ্গালী পাত্তা পায় না। একচেটিয়া শিল্পপতিদের অবাধলুণ্ঠনের ব্যবস্থা যদি এখানে হইয়া যায়, তাহাতেও বাঙ্গালী বেকারেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। কারণ, হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে তাবৎ অবাঙ্গালী শিল্পপতিরা তাঁহাদের শিল্পোদ্যোগে নিজ নিজ দেশের লোকের জন্য কর্ম্মখালি রাখেন, বাঙ্গালী বেকারদের শুনাইয়া দেয় যথেষ্ট আন্তরিকতা—'আচ্ছা, সো হাম সোচকর্ অপনেকে জানাবে, লেকিন ইতনা পরিশ্রোম অপনে বাঙ্গালী বাবু কি পারবে? আপনেরা খানদানী আদমী আসেন, আউর বুদ্ধিমানী ভি আসেন। তো দেখিয়ে বাবু, কোলকারখানা মেঁ বহুৎ তকলীফ আসে। পরেশান কে লিয়ে বাঙ্গালী না আসে।' 'খানদানী আদমী' আর 'বুদ্ধিমানী' পরিচয়ে কর্মপ্রার্থী ডগমগ হইয়া আসিলেন শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে। তাহা যদি না হইবে তবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে এই রাজ্যে অবাঙ্গালীর পরিচালনায় বহু কলকারখানা-চা-বাগান-অফিস প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে ; তাহাতে বাঙ্গালী কর্মী অতি নগণ্য কেন ?

আর নূতন শিল্পোদ্যোগে বাঙ্গালী বেকারদের কর্মসংস্থান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে এ হেন কথা সরকারের মুখ হইতে শুনা যায় নাই। শুধু কিছু 'ছেঁদো' কথাই বলা হয় : অমুক হইয়া, তমুক হইবে, আর তাহার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালী যুবকদের চাকরি দেওয়ার কথা বাঙ্গালী মন্ত্রীরা তথাকথিত রাঘববোয়ালমার্কা একচেটিয়া শিল্পপতিদের বলিতে পারিবেন না, বা ঐ ব্যাপারে আইনের আশ্রয়ও লইতে পারিবেন না। কারণ তাহাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ থাকিবে, 'ইমেজ' খারাপ হইবে, পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে তাবৎ অবাঙ্গালীদের আকর্ষণ জোড়াবলদ বা গাই-বাছুরের প্রতি থাকিবে না। সেইজন্য বলিয়াছি কর্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ। সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণে, চিন্তার দৈন্যে অক্ষমতা ধরা যায়। অক্ষমতা আরও বেশি প্রকট হয়, যখন কাজের চেয়ে কথার ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হয়।

বাঙ্গালী দাঁড়াইবে কোথায় এবং কেমন ভাবে ? নেতাদের মধ্যে কসমপলিটানত্বের বীজ পোঁতা আছে। যতই আপন দেশের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়, ততই এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পাতা মেলিয়া ধরে।' বাংলার রেভিনিউ কেন্দ্রে যত যায়, তাহার আনুপাতিক অংশ বাংলা পায় না। চোখের সামনে ফরাক্কার ব্যাপারে বাংলাকে চরম আঘাত দিবার ব্যবস্থা পাকা হইতেছে, নেতাদের মুখে প্রতিবাদ নাই বা সর্ব্বশক্তি দিয়া তাহা বন্ধ করার ক্ষমতা তথা স্পৃহাও নাই। অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের যথেচ্ছ আচরণে দেশে বেকারের বৃদ্ধি হউক, কিছু করিবার নাই। এই সবের প্রতিকার করিবার বিন্দুমাত্র সচেষ্টতা দেখা গেলে সুস্থ রাজনীতির পরিচয় মিলিত।

জাগ্রত যুবসমাজ ঘুমাইয়া থাকিবেন না। তাঁহাদের স্বপ্নসাধ যেদিন ভাঙ্গিবে, সেদিন হয়ত তাঁহারা প্রতিকারের ব্যবস্থা আপন হাতে লইতে পারেন। দিবারাত্র সদাজাগ্রত সৈনিকের মত হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকের প্রচুর পরিশ্রম আজিকার সরকার গঠন করিয়াছে। সেই সরকার নিশ্চয়ই প্রাক নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করিতে তৎপর হইবেন। আর কিছু না পারুন, বাংলার বেকারত্বের সমাধান করুন, আর বাংলাকে বাঁচিতে দিবার পথ ঠিক রাখুন। কিন্তু এই সবের কোন্‌টি ঠিকমত হইতে চলিয়াছে ? সরকার ত এখন বেশ স্থিতিশীলতায় আসিয়াছেন। যুদ্ধ জয়ের পর সৈনিকের পুরস্কার কেহ চাহিতেছে না, চাহে শুধু সৎপথে আপন পরিশ্রম দিয়া অন্নের সংস্থান করিবার সুযোগলাভটুকু। ইহাও কি অপরাধ ?

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

সম্প্রতি সুতী থানার গোঠা গ্রামের সুরাবালী নামে জনৈক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় উক্ত গ্রামের গাজু ও নাজু নামে দুই ভাই হেঁসোর আঘাতে খুন করে পালিয়ে যায়। উক্ত গ্রামের কয়েকজন তাদের দু'জনকে রক্তমাখা হেঁসো হাতে রাতের অন্ধকারে পালাতে দেখেন বলে প্রকাশ। গ্রাম্য কলহ নাকি এই খুনের কারণ। পুলিশ আসামীদ্বয়ের অনুসন্ধান করছে।

জঙ্গিপুরের পাঁচালী

(৩য় পর্ব্ব)

(অথ নারদ যোগেন্দ্রনারায়ণ কথা)

—শ্রীশিবানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিতে করিয়া নতি বন্দি দেবী ভাগীরথী
মাতৃপদ করিয়া বন্দনা।
শিবানুজ দেবীবরে পাঁচালী রচনা করে
ছন্দোবদ্ধ অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা॥
তৃতীয় পর্ব্বের কথা অপরূপ সে বারতা
শুন সবে শুন দিয়া মন।
যদি সবে যত্ন করি প্রতিকার কর তারি
তবে মোর ব্রত সমাপন॥

সহসা নয়ন সমুখে ভাসিয়া উঠিল বিষ্ণুলোকের ছবি। দেখিলাম—

অনন্ত শয্যায় শায়ী দেব নারায়ণ।
পদ প্রান্তে করজোড়ে বসি দেবগণ॥
যোগীন্দ্রনারায়ণে হেরি দেবগণ মাঝে।
জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্ব অঙ্গ অপরূপ তেজে॥
লালগোলা মহারাজ ছিল দানবীর।
পরলোক লভে তাই দেবের শরীর॥
হেনকালে নারদ প্রবেশে তথায়।
নারায়ণ স্তুতি মুখে হরি নাম গায়॥

দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে দেবর্ষি শ্রীহরির কৃপায় আপনি ভূমণ্ডলে যত্রতত্র বিচরণ করেন। সর্ব্বলোকে সব বারতা আপনি অবগত আছেন। আমি বহুদিন ধরাধাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। সে স্থানের সংবাদ জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রিয় জঙ্গিপুরের কথা কিছু বলেন তবে বড়ই আনন্দিত হই। নারদ কহিলেন—হে মহারাজ,

"জঙ্গিপুর মোর বড় প্রিয় ঠাঁই ভাই।
আদালত চালু সেথা আমারি কৃপায়॥
জঙ্গিপুরবাসী বড় ভালবাসে মোরে।
আমার মনের মত কর্ম্ম তারা করে॥
ভাল কর্ম্ম করিবারে চেষ্টা নাহি করে।
সবাই সবার..... কাঠি দিতে পারে॥
তুমি রাজা সৎলোক তাই বোঝ নাই।
উহাদের তরে কত দান দিলে তাই॥
জনগণ দুঃখ হেরি ফেলি আঁখিজল।
দানিলে সরাইখানা ম্যাকেঞ্জির হল॥
মহকুমা শাসকেরে 'মেন ট্রাষ্টি' ক'রে।
রক্ষাভার দিয়াছিলে তাঁদের উপরে॥
না বুঝিয়া অপাত্রেতে করি গেলা দান।
জঙ্গিপুর রাখিল না দানের সম্মান॥
ম্যাকেঞ্জির পার্ক হ'লো আজি বৃক্ষহীন।
পুষ্করিণী কলেবর অতিশয় ক্ষীণ॥
হল ঘর বহুদিন সংস্কার অভাবে।
ছাদ ফুটে জল পড়ে কেহ নাহি ভাবে॥
বাবুদের ক্লাব চলে খেলে শুধু তাস।
ঘনায়ে আসিছে রাজা শীঘ্র সর্ব্বনাশ॥
কেহ নাহি চেষ্টা করে রক্ষা করিবার।
চরম দুঃখের কথা কি কহিব আর॥
সরাইখানার কথা নহে বলিবার।
হইয়া পড়েছে সে যে খোদার খামার॥
পৌরসভা পাঠশালা এক ঘরে করে।
সুতাকাটা বিদ্যালয় চলে আর ঘরে॥
পাকশালা ছয় ঘরে ছ'জন বসতি।
কেহ বা পিওন কেহ অগতির গতি॥
অন্ধকারে গোপনেতে যাতায়াত বাড়ে।
দেহের পিপাসা মেটে গেলে কোন ঘরে॥
অবিশ্বাস যদি তব হয় মহারাজ।
মোর সহ চল সেথা দেখে এসো আজ॥
—ত্যাখো উড়িতেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।
মহাদেব ভকতেরা পিয়ে গাঁজাগুলি॥
মনো-কষ্ট বৃথা রাজা বৃথা চোখে জল।
অপাত্রেতে দান দিলে সকলি বিফল॥
আইনতঃ রক্ষাকর্ত্তা রক্ষা নাহি করে।
ভগবান ছাড়া রাজা তুষিবে কাহারে॥

দেবর্ষি চুপ করিলেন। মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সহসা আমার আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া গেল। নিকটেই বোম, বোম শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সরাইখানার মাঠে কয়েকজন চক্রাকারে বসিয়া ছোট কলিকা হাতে ধরিয়া—"দম্ মারো দম্" বলিয়া কলিকায় প্রচণ্ড টান দিতেছে। দানবীর মহারাজার অন্তরের ব্যথা স্মরণ করিয়া আমারও চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

জঙ্গিপুরবাসী শুন, শুন দিয়া মন।
রসের পাঁচালী কথা অপূর্ব্ব কথন?
মকরবাহিনী পদ মনে মনে স্মরি।
শিবানুজ সৃষ্টি করে রসের মাধুরী॥

বোখারা হাই স্কুল সম্পর্কে অভিযোগ

আমাদের বোখারাস্থিত সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, এই স্কুলের শিক্ষকেরা ১২।১৪ মাসের বেতন বাকীতে কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষকদের স্কুলে আসা ও স্কুল হ'তে যাওয়ার ব্যাপার কিছুটা খেয়ালখুসীমত চলে। ঠিক সময়ে শিক্ষক স্কুলে না আসার জন্যে প্রতিদিন প্রথম ঘণ্টায় ২।৩ টি শ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ চলে না। সরকারী বৃত্তির টাকা স্কুলে এলেও ছাত্র-ছাত্রীরা তা ঠিক সময়ে পায় না স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক রাখা হচ্ছে। একজন শিক্ষক বি, এ (অনার্স), বি টি—স্কেল অনুযায়ী বেতন অনেকদিন পাননি বলে প্রকাশ।

নেই বৃষ্টির অনাসৃষ্টি

পশ্চিমবঙ্গে গত ২ বছর হ'তে আষাঢ় শ্রাবণকে বর্ষাঋতুর পর্যায়ে ফেলা যায় না। বরং শ্রাবণ-ভাদ্র, না হয়, ভাদ্র-আশ্বিন বর্ষা আনে। বীজতলায় পৌষালি ধানের বীজ তীর্থের কাক হয়ে রয়েছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনটি এবার সুবর্ষার সূচনা এনে দিলেও সারা মাসটায় চাষ-আবাদের বৃষ্টি পাওয়া গেল না। অবশ্য আকাশে মেঘের আনাগোনা, ভ্যাপ্‌সা গরম প্রভৃতি বৃষ্টির লক্ষণ বেশ ছিল। ভাঁওতা দিয়ে আষাঢ় গিয়েছে। শ্রাবণ এল। শ্রাবণ আকাশে 'জল ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে' অথবা 'শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিছে রাগিণী'—এখনও কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না বলে চাষীদের মনে উদ্বেগ দানা বাঁধছে।

ট্রাক চাপা পড়ে মৃত্যু

গত ১০ই জুলাই সমসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া মোড়ে জনৈক বালিকাকে অজ্ঞাতনামা একটি ট্রাক চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। মেয়েটি ঘটনাস্থলে মারা যায়। ট্রাকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণে মুর্শিদাবাদ জেলার সার্থক অগ্রগতি

পরিবার পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট উপায় বন্ধ্যাকরণ। ইহা বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার এই বিষয়ে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ এবং পুরুষদের নির্বীর্যকরণ এর জন্য ২১শে মার্চ্চ হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বিশেষ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সূচী অনুসারে প্রায় ১৪৪৩ জন মহিলার বন্ধ্যাকরণ করা হয়। ইহার মধ্যে সুদূর গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৯৩·২ জন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক হাজারেরও বেশী মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্থানাভাব বশতঃ অনেকের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জেলা পরিবার পরিকল্পনার পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায় এখনও প্রায় এক হাজার জন মহিলা এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত।

বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে এই কর্ম্মসূচীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ হয়েছে বড়ঞা কেন্দ্রে। এখানে একটি ব্লকেই ১৫৪ জনের, বেলডাঙ্গায় ১২৭ জনের, ভগবানগোলা ২নং ব্লকের অধীন নশীপুরে ৮৭ জনের টিউবেকটমি অপারেশন হইয়াছে। ঐ সমস্ত মহিলাদের বয়স ২৫ হইতে ২৯ বৎসর মধ্যে এবং গড়ে ইহাদের প্রত্যেকের ৩/৪টি সন্তান আছে। সম্প্রদায়গত হিসাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৮২ জন এবং মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন। এই পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী রূপায়নের পরবর্ত্তী দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট সংখ্যক সাড়া দেখা গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের কর্ম্মসূচী আরম্ভ হয় বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ১৬টি কেন্দ্রে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকগণ সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যাইয়া এই অপারেশন কার্য্য পরিচালনা করেন। এই সময় ৯২১ জন পুরুষের নির্বীর্যকরণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে পুরুষের নির্বীর্যকরণ অপেক্ষা মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ নিশ্চিতরূপে জনপ্রিয় এবং বেশী প্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনার এই বিশেষ অভিযানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল—ঐ পরিকল্পনার সঙ্গে মায়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন গ্রহণ। বন্ধ্যাকরণ করিবার জন্য যে সমস্ত সন্তানবতী মহিলা আসিয়াছিলেন তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বাহ্নে তাহাদের মালটিভিটামিন ট্যাবলেট, আইরণ ট্যাবলেট খাওয়ানো হইয়াছিল এবং তাহাদের সন্তানদের সেই সঙ্গে ট্রিপল এ্যান্টিজেন ইন্‌জেকসন্ ছাড়াও আইরণ ট্যাবলেট, বি-কমপ্লেক্স ট্যাবলেট দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে জেলা রেডক্রস সোসাইটি ঔষধপত্র দিয়াও পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন। রোগীদিগের হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিবার সময় তাহাদের শারীরিক উন্নতির জন্য ঔষধপত্রও দেওয়া হইয়াছে। সন্তান সম্ভাবনার অনিশ্চিত অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মায়েরা পরম পরিতোষ সহকারে আপন আপন ঘরে ফিরিয়াছেন। প্রতিটি মায়ের অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য পরিবার পরিকল্পনার কর্ম্মীরা গ্রামে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। বন্ধ্যাকরণের কাজ আরও ফলপ্রসূ এবং বেশী সংখ্যক হইতে পারে যদি বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সারা বৎসরব্যাপী যদি এই ব্যবস্থা চালু রাখা যায় তাহলে মহিলা বন্ধ্যাকরণের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। মুর্শিদাবাদ জেলার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের কর্ম্মীদের এই অক্লান্ত কর্ম্মপ্রয়াস বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে।

॥ চালে-আনাজে-মাছে ॥

রঘুনাথগঞ্জের বাজার দর কলিকাতার বাজার দর চেয়ে কম কিসে? প্রধান বস্তু যে চাল তার ৪০ কেজির দাম অন্ততঃ খাওয়ার মত হলে ৭২·০০। আলুর দাম পাগলা হাতীর মত। পটল এক কেজি এক টাকা হতে আশি পয়সায় নৃত্য করছে। ঝিঞা ৫০ পয়সা হতে ৬০ পয়সা কেজির তিলক পরেছে। করলা এক টাকা। খেঁড়ো ও কাঁকুড়ের ৩০ পয়সা হতে ৪০ পয়সা দর। শাক—নটে ৪৫ পয়সা হতে ৫০ পয়সা, মিশাল শাক ৩০ পয়সা-৪০ পয়সা, পুঁই শাক ৫০ পয়সা। সরু কাঁচকলা ২০ পয়সা জোড়া। পটলের অনমনীয় মনোভাব ক্রেতাদের ক্ষোভের কারণ। কেননা, পটলটা অনেকের কাছে মাছের বিকল্পসাধক। তার কারণ মাছ ত দিনের দিন দরের বেয়াদপি জুড়ে দিয়েছে। গলদা চিংড়ি ১ কেজি ৫·৫০, ছোট পোনা ৫·০০, কাটা পোনা ৬·৫০-৭·০০ তাদের দৈহিক স্ফীতি অনুযায়ী ট্যাংরা ৫·০০, গাগর ৪·০০। ইলিশ ত চোখের বিষ। দর ৬·০০-৬·৫০। একটি পাঁচ সদস্যের পরিবারে চাল বাদে মাছ-আনাজে বাজার খরচ ৪·০০ হতে ৫·০০। তেল-নুন-ডাল-চিনি-গুড় এ আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে মাছ-তরকারীর বাজার ফড়িয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যার ফলে প্রতিযোগিতামূলক দরের ওঠানামা হয় না; ক্রেতাদের দুর্দশার কমতি হয় না।

জনতা কর্তৃক ৪ জন ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার ও ৩ জন পলাতক

আজিমগঞ্জ, ১৫ই জুলাই—গতকাল এখানকার নলাক্ষা বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে একদল কুখ্যাত ছিনতাইকারীকে জনতা ধরতে সমর্থ হন।

প্রকাশ, বেলা দুটো নাগাদ ছিনতাইকারীরা ঐ বাগানে টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করলে তাদের গণ্ডগোলে আশেপাশের অনেক লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও ছিনতাইকারীদের কয়েক-জনকে ধরে ফেলেন। তাদেরকে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। কাছাকাছি একটি ভাঙা মন্দির থেকে বোমা, ছোরা, ক্রীচ, চেন প্রভৃতি অস্ত্রাদি উদ্ধার করা হয়েছে। মহেশ, ফটিক, রবি ও অপর একজন ছিনতাইকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আর তিনজন পালিয়ে যায়। জনতার প্রচণ্ড মারে তারা নাকি স্বীকার করে যে তাদের দলে একজন কনষ্টেবল আছে এবং সে অনেকদিন থেকে তাদের মদত যোগায়।

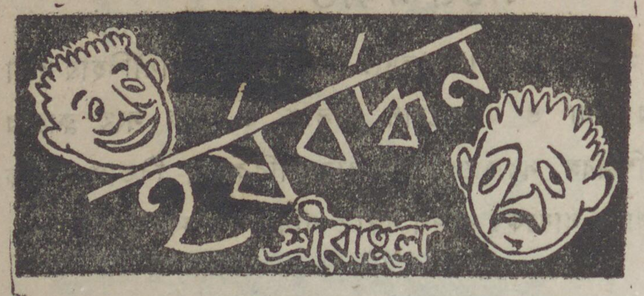

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ধরে সিমলা চুক্তির সমর্থনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কিছু সদস্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে সংবাদ।

—জনাব ভুট্টো যে ঘুমপাড়ানি গাইছিলেন!

* * *

সিমলা চুক্তিকে কেন্দ্র করে কাতুখুড়ো বলেন ঃ

শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে আমি শনিকেই বড় বলি। দেখ্‌লি ত কেমন গুছিয়ে নিলেন গ্রহরাজ? ভারত অধিকৃত অঞ্চল ফেরত পেলেন, যুদ্ধবন্দীও পাচ্ছেন। কাশ্মীর সমস্যার ঘোঁট পাকিয়ে রাখলেন।

* * *

মৎপুত্র হাবা আজকাল রাজনীতির চর্চ্চা করছে। তাই সিমলা চুক্তির ব্যাপারে বলল ঃ

ভুট্টোর লাভ—যা চেয়েছিলেন। ভারতের লাভ শূন্য।

* * *

বাঙ্গালী কর্মীর স্থান আজ কোথায়? —প্রশ্ন

—জাহান্নামে। আর নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে নানা দলের অফিসে। কেন না, বাংলার কাগজ-কাপড়-চট ও অন্যান্য কলকারখানায় তাদের বেপাত্তা করা হয়েছে।

* * *

'প্রতি বছর অবাঙালীরা বাংলা থেকে দেশে টাকা পাঠায় ২৮০ কোটি টাকা'—যুগবাণী

—ভাণ্ডার খোলে বঙ্গজননী,
অর্থ যেতেছে লুটিয়া।
বাঙ্গালী বেকার করে হাহাকার,
নেতারা চক্ষু মুদিয়া।

* * *

বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে রাজ্য মুখ্য মন্ত্রীকে জানান হয়েছে যে, ফরাক্কা দিয়ে ৪০ হাজার কিউসেকের কম গঙ্গার জল ভাগীরথীতে দিলে কলিকাতা বাঁচবে না।

—বাঁচুক না বাঁচুক বিশেষজ্ঞের বিশেষজ্ঞ (বিশেষ+অজ্ঞ কী?) যখন কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব চালাচ্ছেন তখন বলার কী আছে?

বোমাসহ কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ থানার মহম্মদপুর গ্রামের গ্রামরক্ষীগণ আলি সেখ নামে একজন কুখ্যাত ডাকাতকে এক ব্যাগ বোমাসহ ধরে ফেলেন। ব্যাগে ছয়টি তাজা বোমা পাওয়া যায়। আলি সেখকে থানায় নিয়ে আসা হয়। সে মারের চোটে দলের অন্যান্যদের নাম বলে দেয়। তারা হল সাজেমাল, নিজাম, আলা ও মোহন। পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে তিনজন আসামী জামিনে ছিল আর দু'জন ফেরারী আসামী। পুলিশ এদের খোঁজ করছিল। আলি সেখের কাছ থেকে আরও জানা যায় তারা নাকি রাণীনগর গ্রামে ডাকাতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

বিজ্ঞপ্তি

আমুহা কদমতলা হাই স্কুলের জন্য ডেপুটেশান ভেকান্সিতে একজন বি-এসসি শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০।৭।৭২।

সেক্রেটারী,
আমুহা কদমতলা হাই স্কুল,
পোঃ কাশিমনগর, মুর্শিদাবাদ

মহকুমা শিক্ষক সমিতির সভা

অরঙ্গাবাদ, ১৬ই জুলাই—স্থানীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ভবনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শাখা জঙ্গিপুর মহকুমা শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ অপরাহ্নে।

সভায় প্রতিটি সদস্য বিদ্যালয় হ'তে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সাধারণ সভ্যগণ যোগদান করেন এবং নি, ব, শি, সমিতির ৪৭তম বার্ষিক সম্মেলনে প্রেরণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট তেরজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন।

সভায় জেলা প্রতিনিধি শ্রীসুনীতি বিশ্বাস বর্তমান সংকট মুহূর্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শিক্ষক সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

॥ চিঠিপত্র ॥

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক পত্রিকার
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, নিম্নোক্ত বিষয়টি সরকার বাহাদুর ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পাঠাইতেছি। দয়া করিয়া আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৩৭৯ সালের বৈশাখ মাসের শেষ দিকে সাগরদীঘি নিবাসী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চৌধুরী (ভোলা) আমার নিকট যায় এবং জানাই যে, সে নলকূপ বসাইবার ঠিকাদারী পাইয়াছে। আমার বাড়ীর নিকটে বসাইবার জন্য বি, ডি, ও সাহেবের নিকট হইতে একটি নলকূপ মঞ্জুর করাইয়াছে। ১৬৫ টাকা জমা দিলে আমার বাড়ীর কাছে নলকূপটি সত্বর বসানো হইবে। উক্ত টাকার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করে। অবশেষে আমি তাহাকে ১০০ টাকা দিতে বাধ্য হই। বক্রী টাকা গ্রাম অধ্যক্ষের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবে বলে। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া জানিতেছি যে, সে ভূয়া ঠিকাদার সাজিয়া আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। সে ঠিকাদারী পায় নাই বা ঠিকাদারও নয়। আমার বাড়ীর পার্শ্বে কোন নলকূপ মঞ্জুর হইয়াছে কিনা তাহা সাগরদীঘি বি, ডি, ও মহোদয় জানাইবেন কী? ইতি—

বিনীত—শ্রীকালীকৃষ্ণ সিংহ, সাং কুন্দরী
২৭।৬।৭২ পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর পৌর এলাকার ৪নং ওয়ার্ডে ৭১৫নং হোল্ডিংএ উষা স্কুল উহার তলস্থ ও সংলগ্ন জমি, ৭২৪নং হোল্ডিং এর দ্বিতল পাকা বাটী ও তলস্থ জমি বহরমপুর সবজজ আদালতের ১৪/৭২ নং পার্টিসন মোকর্দ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তিতে আমার ½ অংশ ও ২নং বিবাদিনী প্রতিমা রায় স্বামী অরবিন্দ রায়ের ½ অংশ। উক্ত সম্পত্তি কেহ ক্রয় করিবেন না বা রেহাণ লইবেন না।

অনিমা সিংহ
C/o. ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ
পরিবার পরিকল্পনা অফিস
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

খাঁকি পোষাকে লরিতে চুরি—২ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১৭ই জুলাই – সম্প্রতি ৩৪নং জাতীয় সড়কে ভুরকুণ্ডায় খাঁকি পোষাক পরিহিত এবং সি, আর, পি-র টুপি মাথায় একব্যক্তি চা-এর পেটী বোঝাই একটি লরিকে থামায় ও তাতে উঠে। বোখারায় তাকে নামিয়ে দিতে বলে। সেই সুযোগে পেছন থেকে অপর একজন গাড়ীতে চেপে যায় এবং ত্রিপল কেটে এক পেটী চা নামিয়ে চলন্ত গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। খালাসী সন্দেহবশতঃ গাড়ী থামাতে বলে এবং পেছনে গিয়ে দেখে ত্রিপল কাটা এবং এক পেটী চা উধাও। সুযোগ বুঝে খাঁকি পোষাক পরিহিত লোকটি গাড়ী থেকে নেমে দৌড় দেয়। গাড়ীর নাম্বার ডব্লিউ, বি, কে ৭৬৭৯ ; চালক সাগরদীঘি থানায় এসে ডায়েরী করেন। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে বাহালনগর গ্রামের পিতা-পুত্র যথাক্রমে কালু সেখ এবং আজিম সেখ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। খোয়া যাওয়া পেটীটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

আবার পোষ্ট অফিস খুললো

গত ১৪।৭।৭২ তারিখ হতে বোখারা পোষ্ট অফিসটি আবার চালু হলো। এই পোষ্ট অফিস প্রায় বৎসরাধিক বন্ধ ছিল কারণ পোষ্টাল কর্তৃপক্ষ এই পোষ্ট অফিস চালু করার ব্যাপারে প্রায় ৭৭২'০০ পয়সা জমা দিতে বলায় এতদিন ঐ টাকা জমা দিতে না পারায় বন্ধ থাকে। সম্প্রতি ঐ টাকা জমা দিয়ে আবার পোষ্ট অফিসটি চালু করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, বোখারা পোষ্ট অফিসটি সম্পূর্ণ N. R. C basis এ খোলা হয়েছিল।

বাউল সঙ্গীত

আগামী ২০-৭-৭২ সন্ধ্যা সাতটায় রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটী প্রাঙ্গণে জঙ্গিপুর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ও যুবক সংঘ ক্লাবের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক কলিকাতার বিখ্যাত গায়কের বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে।

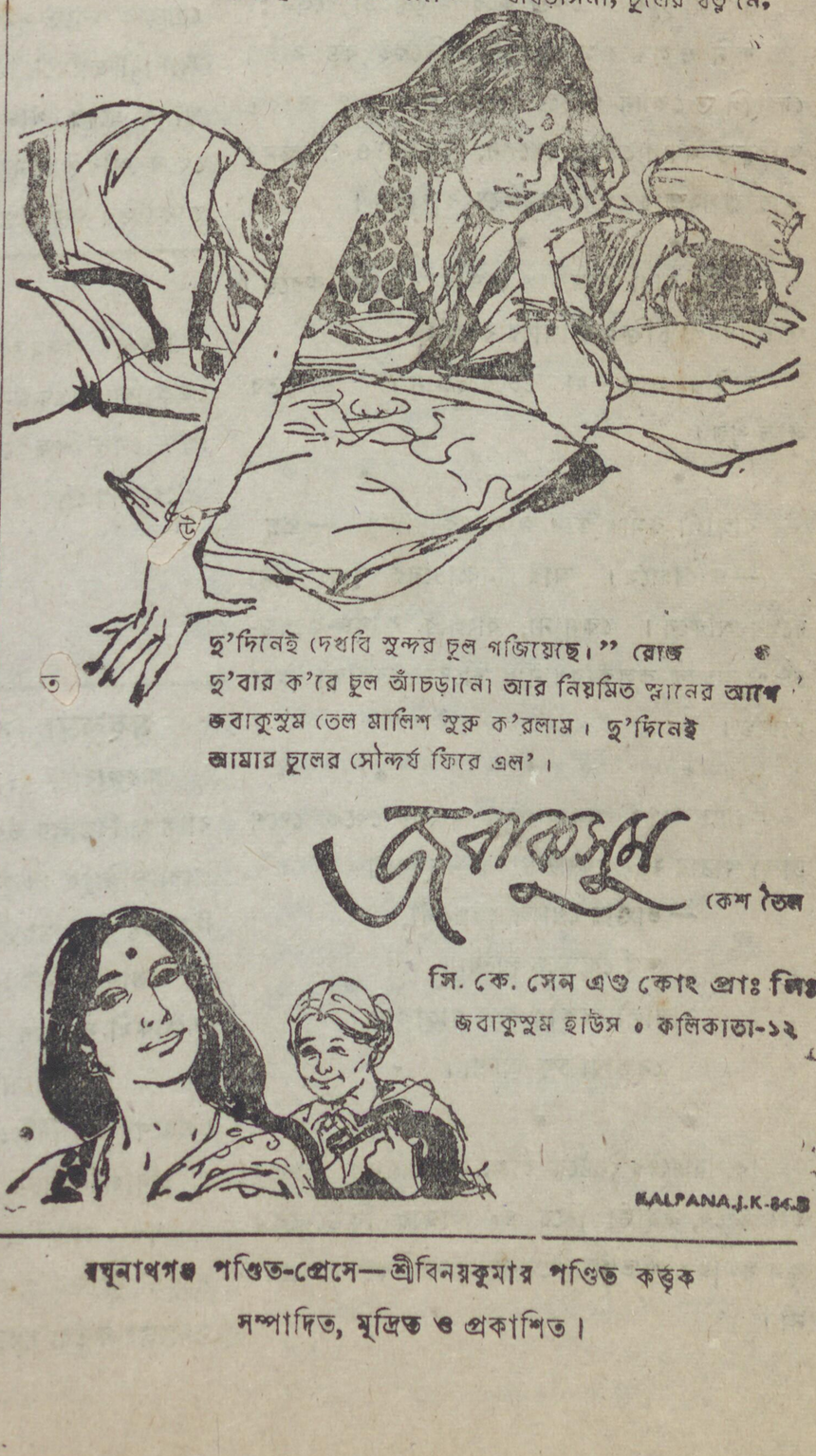

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।